ঝরা ফুল

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকাশক

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

৪৭, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

৪৭, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্ "বাণী প্রেসে"

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

আজ কয়েক বৎসর হইল আমার পরম সুহৃদ্ কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় করুণানিধান বাবুর "প্রসাদী" নামক একখানি কবিতা-পুস্তক পাঠ করিবার জন্য আমার নিকট প্রেরণ করেন ; সেই কবিতা-পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমি দেবেন্দ্রবাবুকে লিখিয়াছিলাম, "অনেক দিনের পর যথার্থ খাঁটি কবিতা পাঠ করিলাম।"

গোয়ালার "জোলো" দুধ এবং "খাঁটি" দুধে যে প্রভেদ, এক্ষণকার প্রকাশিত রাশি রাশি কবিতা এবং করুণানিধান বাবুর কবিতায়ও সেই প্রভেদ। করুণানিধান বাবুর কবিতায় যে রস আছে তাহা বুভুক্ষু অন্তরের ক্ষুধা নিবারণ করে, তৃপ্তিসাধন করে, আশ সম্পূর্ণ মিটাইয়া দেয়।

আলোচ্য গ্রন্থে নানান্ ভাবের কবিতা থাকিলেও সকল কবিতাগুলিই যেন একটি সুরে বাঁধা,—এই সুরটি বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের মিলন-কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া বিচিত্র রাগিণীতে কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে। যে দ্রষ্টা মূলতন্ত্রী স্পর্শ করিয়া এই সুরটি বাহির করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত কবি।

করুণানিধান বাবুর কবিতাগুলি পাঠ করিয়া মনে হয় যেন তিনি প্রকৃতির দুলাল,—প্রকৃতির রহস্যভাণ্ডারের চাবি চুরি করিয়া তিনি তাহার সমস্ত লুকানো ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আসিয়াছেন ও বালকের

তাঁর সরল প্রাণে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গীতে ছন্দে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কবি দেবীর সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন এবং ভাষায় দেবীকে কি উপমা-অলঙ্কারে কি সুষমা-সম্পদে সজ্জিত করিয়াছেন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

গ্রন্থের যে কোন কবিতা পাঠ করিলেই পাঠক আমার এই উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। "সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি" কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠক পড়িয়া দেখিবেন কবিতাটি কি সুন্দর, উপমাগুলি কি স্বাভাবিক, যথাযথ প্রযুক্ত।—

"তোমার আলো সব ভুলালো
লো অমরীবালা,
তোমার চেলীর ঝিলিমিলি
চুলের তারার মালা;

পাখীর গানে কাঁকণ তোমার
বাজে কানন ছেয়ে,
শিউরে ফোটে শিউলি-কলি
তোমার সোহাগ পেয়ে।

অলক-ঢাকা কোমল পলক,
নয়ন গরবী—
কাঙাল বায়ু যাচে তোমার
চুলের সুরভি।

কোহিনূরের টিপ্‌টি ভালে
কাণে রতন দুল,
বরণ-কালের তরুণ বধূ
রে দুলালী ফুল!

এস নেমে আমার ঘরে,
তালী-বনের তলে,
এস মানস-নন্দিনি মোর,
এস আমার কোলে।"

প্রকৃতির দুলাল ব্যতীত আর কেহ কি এরূপ কবিতা লিখিতে পারেন? "চেলীর ঝিলিমিলি", "চুলের তারার মালা," "পাখীর গানে কাঁকণ বাজে," "অলক-ঢাকা কোমল পলক" প্রভৃতিতে যে ভাব এবং শব্দের সামঞ্জস্য, যে মিলন-মাধুর্য্য রহিয়াছে, নিপুণ শিল্পী ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা এ সামঞ্জস্য-রক্ষা, এ মাধুর্য্য-বিকাশ সম্ভবপর নহে;—কবি তাঁহার কবিতায় বাছিয়া বাছিয়া যে শব্দগুলি বসাইয়াছেন, কবিতাটির অঙ্গহানি না করিয়া একটিরও পরিবর্ত্তে আর একটি শব্দ যথাস্থলে প্রয়োগ করা আর কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। এইখানেই "ঝরাফুলে"র মালাকরের অশেষ গুণপনা, বিশেষ ক্ষমতার পরিচয়।

এই অনুকরণের দিনেও কবি যে আপনার বিশেষত্ব যথাসাধ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ইহা কম গৌরবের কথা নহে। কবি যে ভাবের কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন, সে ভাবে চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন,

তাহাতে কবির যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। সামান্য উপকরণে, ঘরোয়া কথায় উপমা সজ্জিত করিয়া এরূপ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে অতি বিরল।

কবির সমস্ত কবিতাগুলিতে মেয়েলীভাবের একটা মিঠে গন্ধ আছে, গ্রাম্যবধূর একটি সরল সলজ্জ ভাব আছে, যে জন্য কবিতাগুলি আমাদের এত ভাল লাগে। "ঝরাফুলে"র কবিতায় কোথাও ভাবের তীব্র মাদকতা নাই, পাষাণ-গুরুভার নাই,—কবিতায় ভাবগুলি সর্ব্বত্র যেন "সোনা আতার সোনার গায়ে" চন্দ্রকিরণের ন্যায় পিছ্‌লাইয়া পিছ্‌লাইয়া পড়িতেছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনে "ঝরাফুলে"র কবি সকলকে হারাইয়াছেন। কবিতাগুলি যেন ছবির পর ছবি। কোথাও সন্ধ্যাধূসর তালবনানী চামর দুলাইয়া দূরদূরান্তে মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও পদ্মফোটা দীঘির পাড়ে নারিকেলকুঞ্জের সারি চলিয়াছে, কোথাও ভাঁটের ফুলের মিঠে গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও ফাগুন মাসের উতল বাতাস প্রাণকে উদাস করিতেছে, কোথাও ধান-নাচানো মাঠের হাওয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে, কোথাও দিনের রৌদ্র কালোমেঘের রৌপ্যপাড়ে জরির মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, কোথাও আকাশভাঙা মুষলধার বাঁশের ঝাড় তোলপাড় করিতেছে, কোথাও 'দেয়া' কড় কড় কড় রবে হাঁক দিতেছে,—ছবিগুলি সবই যেন স্বপ্নের মত একটির পর একটি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া যায়, ছায়ালোকমণ্ডিত মায়াপুরী সৃজন করে।

কবি বহিঃপ্রকৃতিকে যেরূপভাবে দেখিয়াছেন অন্তঃপ্রকৃতিকেও

সেইরূপভাবে দেখিয়াছেন ;—কবি যে কেবল বাহিরের প্রস্ফুটিত কমলটি দেখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে, যে প্রাণসরোবরের সহিত যুক্ত হইয়া এই কমলটি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার অন্তস্তল পর্য্যন্তও তিনি দেখিয়াছেন। মানব-অন্তরের সুখদুঃখ, প্রীতি-প্রেম, বাসনা, বেদনা, ভাবের বিচিত্রলীলা কবি তাঁহার কাব্যে অসামান্য সৌন্দর্য্যে প্রকাশ করিয়াছেন। "মৃণু", "রেণু" "সরযূর মৃত্যু" প্রভৃতি কবিতাগুলিতে কবির কি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি,—কবিতাগুলি কি প্রীতিকরুণায় ঢল ঢল, কি সহানুভূতির অরুণ-কিরণে সমুজ্জ্বল!

"শেষবাসরে" "পদ্মাতটে" প্রভৃতি কবিতায় কবি যে মেঘরৌদ্রের খেলা, ভাবের যে রঙমহল দেখাইয়াছেন তাহা অতি সুন্দর।

"পাগলিনী" কবিতায় কবি আভাসে ইঙ্গিতে যে একটি করুণ সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা কবিরই যোগ্য হইয়াছে।

কবি আমাদিগকে ঘরে বসিয়া মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, গিরি-কন্দরের শোভা, নদীনির্ঝরের কলগীতি, ভাবের পুলকানন্দ উপভোগ করিবার যথেষ্ট উপকরণ দিয়াছেন। "ঝরাফুল" উপাধানতলে রাখিবার সামগ্রী—ইহার গন্ধে গৃহ আমোদিত হইবে তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।

ইহা যথার্থ ক্ষোভের বিষয় যে, "ঝরাফুলে"র কবিকে এতদিন কেহ ভালরূপ চেনেন নাই—যথাযোগ্য সমাদর করেন নাই। ইতি

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺কালীপদ মুখোপাধ্যায়

চিরযুক্তেষু।
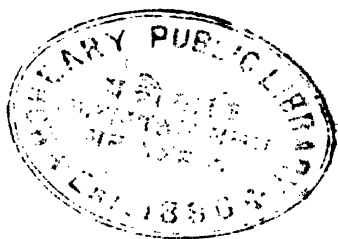
দেওঘরে

হেথা, গাছের ফাঁকে টুক্‌রা আকাশ,
মউল শালের সবুজ ভিড়,
উঠেছে দূর মাঠের কোণে
ময়ূর-কণ্ঠ 'ত্রিকূট'-শির ;
পটে-আঁকা তরুর শিরে
চূর্ণ কিরণ-পিচ্‌কিরী,
কানন-ছাওয়া মিঠে আওয়াজ
লাখ' পাখীর গিট্‌কিরী !

সামনে জরির ফিতায় বোনা

জলের ফণা ফেনিয়ে ধায়,

ঝিরিঝিরির নাম্নী নবীন

উর্মি নূপুর তটের ছায়।

জমাট নগীর খণ্ডতলে

ফলে-ভরা পিয়াল-বন,

'টিলার' উপর ছায়া-আলোক—

উধাও ছুটেছে বালক-মন

ঝক্‌মকিয়ে হীরের ঢেউয়ে

শিউরে ওঠে ঐ সায়র;

বিমল জলে ঘোমটা খোলে

পদ্মকোরক রক্তাধর।—

তোমার পাশে হেথায় বসে'

মানস-লেখা ফুটিয়েছি,

পাখীর মুখে পেয়ান শুনে'

সকাল-বিকাল কাটিয়েছি।

হে প্রকৃতির ভক্ত-দুলাল,

হে কবিতা-বিভল-প্রাণ,

বাণীর চরণ-শরণ-মধু

দ্বিরেফ সমান কর্‌তে পান।

বনের শিরে শিহরিলেই

উষার হাসির আবীর বান,

মধুশ্লোকে গুঞ্জরিতে

বীণাপাণির স্তোত্র-গান।

শোনো-শোনো তেম্‌নি সুরেই

পাহাড়-চূড়ে ডাক্‌ছে কে—

ধ্যানের দেশে আছিস্ কে আয়,

আয় রে চলে' সব রেখে'।

হাসিছে আজ আঁখি ভরি'

হারাণো সেই কোমল মুখ,

পুরাণো সেই পথের আলো,

ফুরাণো সব দুঃখ-সুখ।

আজ্‌কে তোমায় অথির-উতল
ডাক্‌ছি কিশোর-বন্ধু মোর,
স্বপন-পুরীর ওপার থেকে
মুছাও এসে আঁখির লোর।
প্রবাসের এই কান্নাহাসি,
ক্ষতিলাভের গণ্ডগোল
চিত্ত-দোলায় আজ্‌কে তোমার
দেয় না বন্ধু, রুদ্র দোল।

যাছুকরের মন্ত্রে সখা
মিশিয়েছিলে ঘর ও পর,
বুঝেছিলে ভালোবাসাই
বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠ বর;
মধুমাসের মতন মধুর
লাগ্‌ত তোমার স্নেহের কোল,
আজও প্রাণের মর্ম্মমূলে
মুখর তব কণ্ঠরোল।

অস্ত তোমার সাধন-পন্থ

কোন্ দিগন্ত-অন্তরালে ?

অমৃতেরি মেরুর বুকে

হারিয়েছে তাই দিক্ ও কাল ;

এস গো আজ চিরউদার,

তৃপ্তি-সুধায় বুক ভরি'—

মুছাও সখা আঁখি-ঝরা

ফুলের উজল মঞ্জরী ।

সূচি।

ঝরা ফুল।

আজি দিব দেব, জীবনাঞ্জলি ঢালিয়া,
চিত্ত-দেউলে 'পঞ্চ-প্রদীপ' জ্বালিয়া,
ধূপ-সৌরভে দহিব নীরবে
রহিয়া রহিয়া গো।

মেঘ-সীমন্তে চন্দ্রকান্ত ফুটায়ে,
ইন্দ্রধনুতে রঙ্গীণ প্রাবার লুটায়ে,
ভূধর-সোপানে ময়ূর-কণ্ঠ
ময়ূখে এস হে নামিয়া।

ঝরা ফুল

বহাও ভুবনে ভাবের অলকনন্দা,
আসুক্ ভাসিয়া দিব্য যোজন-গন্ধা,
নন্দন-ঝরা পারিজাতরাজি,
মন্দার অপরাজিতা—
তুলি' হিল্লোল পরাগ-সাগরে
এস স্বর্লোক-সবিতা।

বজ্র-প্রবাল স্যন্দনে ব্যোম আন্দোলি',
দীপ্ত কিরীটে 'আকাশ গঙ্গা' চঞ্চলি'
হে বুধোত্তম, এস ভক্তের
হৃদয়োৎপলে নামিয়া—
কাঞ্চন-ছটা ধূর্জ্জটি-জটা
ঝরুক্ গলিয়া ঢলিয়া।

কবে কোন্ দিন মধু-চন্দ্রিকা-ক্ষীরোদে,
যোগাসন তব হেরিব কুন্দ-নীরদে—
(মোর) 'একতারা'টিতে কর্কশ-রূঢ়,
গিটকিরী যাবে থামিয়া।

(আজি) তব পদতলে হৃদয়-অগুরু জ্বালিয়া,
ঝরা ফুলে ভরা ডালিটি দিনু গো ঢালিয়া,
ধূপ-সৌরভে দহিব নীরবে
রহিয়া রহিয়া গো।

বাসনা।

ছুট্‌ব আমি সরল প্রাণে
পর্ণ-কুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুট্‌ব আলিপথে।

বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে,
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কাণ জুড়াবে পাখীর গানে
সুরের মিঠে স্রোতে।

এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু
গাঙ্গের রাঙ্গা জলে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে' উজান যাব
ঢেউয়ের টলমলে ;

তুচ্ছ করে' জোয়ার ভাঁটা,
এপার ওপার সাঁতার কাটা,
নাচ্‌বে আলো জলের বুকে,
নীল আকাশের তলে।

ঝরা ফুল

বুক ফুলায়ে হাল ধরিব,
পাল তুলিব 'নায়ে',
মাঝ্‌গঙ্গায় জাল ফেলিব
উদাস আদুল গায়ে ;
গাঙ্‌চীলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়্‌বে ভাঙ্গা পাড়ের বাঁকে,
ডাক্‌বে চাতক 'ফটিক জল'
মেঘের ছায়ে ছায়ে।

বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে
মোতির 'সাত-নরী' ;
কদম-কেশর শিউরে উঠে
পড়্‌বে ঝরি' ঝরি'।
মাঠের কোণে যাবে দেখা
বৃষ্টিধারার 'চিকে' ঢাকা
কেয়াঝাড়ের মাথার 'পরে
নারিকেলের সারি।

ঝরা ফুল

শিল কুড়ায়ে বাঁধ্‌ব 'মোয়া',

লাঙ্গল দেব ভুঁয়ে,

কড়্‌ কড়্‌ কড়্‌ ডাক্‌বে 'দেয়া'

আস্‌ব আমন রুয়ে'।

আকাশ-ভাঙ্গা মুষলধার,

বাঁশের ঝাড়ে কি তোলপাড়,

পাকুড় তেঁতুল ঝাউয়ের ঝাড়

পড়্‌বে নুয়ে' নুয়ে'।

তলতা বাঁশের ছিপ্‌টি হাতে,

'ছাতিম-তলার' ঘাটে

রইব বসে' রৌদ্রমাখা

বৃষ্টিজলের ছাটে ;

'চারে'র মিষ্ট গন্ধে উতল

উঠ্‌বে লাফিয়ে রোহিত চিতল—

উড়িয়ে 'ঢাউস' গ্রামের ছেলে

মিল্‌বে খোলা মাঠে।

ঝরা ফুল

অবাক্ হয়ে' দাওয়ায় বসে'
দেখ্‌ব দুপুর বেলা,
পরিষ্কার ওই আকাশ-আলোয়
পাখীর সাঁতার-খেলা ;
কাঠঠোক্‌রা ঠোঁটের ঘায়ে,
গাছের হেলা গুঁড়ির গায়ে
সুড়ঙ্গটি কর্‌ছে গভীর—
পাখায় রঙের মেলা ।

কাঠবিড়ালী বেড়ায় ছুটে'
রান্নাঘরের চালে ;
জিহ্বা মেলে' ধুঁক্‌ছে 'ভুলো'
সাম্‌নে ঢেঁকিশালে ।
গাছভরা ওই পেয়ারা-ফুলে
মৌমাছিরা পড়্‌ছে ঢুলে'
রয়ে' রয়ে' দোয়েল ডাকে
বাবলা গাছের ডালে ।

ঝরা ফুল

কামার-শালে বস্‌ব গিয়ে
রৌদ্র এলে পড়ি,
কয়লাগুলো রাঙিয়ে দিয়ে
টান্‌ব যাঁতার দড়ি ;
ঝুলের কাছে জম্‌বে ধোঁয়া,
কাঁপিয়ে 'নেয়াই' পিট্‌ব লোহা,
ছিটিয়ে দেব আগুন-যূঁই—
আলোর ছড়াছড়ি।

শুন্‌তে যাব ভারত-কথা,
রামায়ণের গান,
সীতার দুখে চোখের জলে
গল্‌বে মনঃপ্রাণ ;
বনবাসের করুণ কথা
শুন্‌তে বুকে বাজ্‌বে ব্যথা,
ফির্‌ব ঘরে দুঃখভরে
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ।

ঝরা ফুল

মেয়েটি মোর আগ্‌বাড়ায়ে
দাঁড়িয়ে রবে দ্বারে,
দোপাটি ফুল খোঁপায় পরে'
সাঁঝের আঁধিয়ারে ;
কাজল-দেওয়া চক্ষু দু'টি
আদর-দোলে উঠ্‌বে ফুটি'
'ফণী-মনসার' বেড়ায়-ঘেরা
'দুর্গা-দীঘির' ধারে।

শিউলি ফুলের গন্ধে যাবে
সন্ধ্যাখানি ভরে',
জ্যোৎস্নাধারা পড়্‌বে ঝরে'
দূর দেউলের পরে ;
অঙ্গ মাজি' দুধের সরে
ঘাটটি হ'তে ঘটটি ভরে'.
সইএর সাথে গৃহিণী মোর
আস্‌বে ফিরে ঘরে।

ঝরা ফুল

সারাদিনের শ্রান্তিভরা,

শিথিল আঁখির পাতে

স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম

ভোগ করিব রাতে।

না ফুটিতেই উষার আঁখি,

না ডাকিতেই ভোরের পাখী,

ঝঙ্কারিব 'জয় জগদীশ'

প্রাণের 'একতারাতে'।

দ্বিপ্রহরে।

সুদূর স্মৃতি জাগায় আজি
ভাঁটের ফুলের গন্ধ মিঠে—
লাজুক মেয়ে উঠ্‌ল নেয়ে
চুলের গোছা ছড়িয়ে পিঠে।
নীলাম্বরীর তিনির টুটে'
রঙ্‌টি তোমার উঠ্‌ল ফুটে'—
কামিনীবন ফুটিয়ে গেল
সজল তোমার রূপের ছিটে।

কাণের পিঠে তিলটি তোমার
এড়ায়নি এই মুগ্ধ চোখ—
দীঘির ঘাটে এই যে আঁকা
দীপ্ত তোমার অলক্তক।
নারিকেলের কুঞ্জ-শিরে,
পদ্ম-ফোটা দীঘির নীরে,
ভাঁজটি খুলে' ছড়িয়ে প'ল
পরীর পাথার স্বর্ণালোক।

ঝরা ফুল

তোমায় সখি দেখেছিলাম,

সরম-রাঙ্গা মধুর মুখ—

অন্তরাত্মা উঠ্‌ল কেঁপে

কণ্টকিয়া উঠ্‌ল বুক।

মৌমাছিদের গুঞ্জরণে

জাগল শ্যামা কুঞ্জবনে—

কালো মেঘের রৌপ্য-পাড়ে

জরির মতন রৌদ্রটুক্‌।

স্বপ্ন সম তার কাহিনী—

আজকে প্রিয়ে দ্বিপ্রহরে

সোনা আভার সোণার গায়ে

রবির কিরণ পিছলে পড়ে;

দূর্ব্বা-শ্যামল নিম্নতল,

দীপ্ত নভো নীলোজ্জ্বল,

ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ভাঙ্গে

গাঙ্গের বুকে স্তরে স্তরে।

কাণে কাণে।

হের, সখি, আঁখি ভরি' শুভ্র নীরবতা,
পাহাড়ের দু'টি পার্শ্ব, জ্যোৎস্না আর মসী।
নিথর নিশার কণ্ঠে কি দিব্য বারতা,
কাণ পেতে শোন' হেথা বালুতটে বসি'।
নীরবে নদীর জল চলে সাবধানে,
সুর মিলাইয়ে ওই তারকার সাথে।
পথ চেয়ে চেয়ে বায়ু, মগ্ন কা'র ধ্যানে—
সন্তর্পণে হাতখানি রাখ মোর হাতে।
যাদুকর চন্দ্রকর তালের বাকলে
হেথা হোথা তুলিয়াছে রূপার ফলক ;
মাধবীলতার ফাঁকে বকুলের তলে
কে তরুণী মুঠি ভরি' ধরে চন্দ্রালোক।
পাখী লুকায়েছে আঁখি পালক-শিথানে—
আজিকার কথা বঁধু কহ কাণে কাণে।

শেফালী।

আর একবার বাতায়ন দিয়ে
বাতাস আসিল জোরে,
শিহরি' উঠিল বালিকা শেফালী
শুইয়া মায়ের ক্রোড়ে ;
মুইয়া পড়িল নীরক্ত ঘাড়,
নীল অঙ্গুলি শীর্ণ-অসাড়,
চোখের পাতায় সাঁঝের আঁধার
জমিল বেদনাভরে।

জীবন-পুষ্প পড়িল ঝরিয়া
বক্ষে লইনু টানি' ;
থুইলাম এই করতলে সেই
ছোট হাত দুইখানি।
তখনো হাসিটি অধরে লাগিয়া,
ঘুমায়ে পড়েছে জাগিয়া জাগিয়া—
শুভ্র কপালে শেফালি-পরাগ
ঘুমায় স্নেহের রাণী।

ঝরা ফুল

ওই যে ওখানে অভ্র-রজত
স্রোতটি বহিয়া যায়,
উহারি পুলিনে কোথায় শেফালী
লুকায়েছে বালুকায়।
একেকটি করে' তারা জলে জলে,
চাঁদের রূপালি হাসি পড়ে ঢলে',
কাঁদে গো তটিনী ছল-ছল-ছলে
অফুরাণ বেদনায়।
দেববালা এক আসে নিতি নিতি,
ললাটে তারার টীপ—
চরণ ছুঁইতে উছলে সলিল
ডুবে যায় ওই দ্বীপ,
থামে থমকিয়া বন-মর্ম্মর,
স্বচ্ছ তরল স্ফটিক লহর—
আঁচলে মুছিয়া অশ্রু উজোর,
ধীরে নোয়াইয়া শির,
চুম্বন করে' যায় সে হোথায়
ধূলি-কণা পৃথিবীর।

রেণু।

কথা আজো ফুট্‌লো না দুষ্টুর,
কিন্তু যেটি করতে বলো করে,
কণ্ঠ বেড়ি' ছোট্ট দু'টি হাতে
ঠোঁটের পাশে ঠোঁটটি তুলে' ধরে।

দৌড়ে আসে দেখ্‌বামাত্র মোরে,
উড়িয়ে দিয়ে কোঁকড়া কালো চুল ;
সে যে আমার প্রাণ মৃণালের কমল,
সে যে আমার স্বপন-পুরীর ফুল।

সে দেয় ভেঙ্গে নীল আকাশের গুমর
চটুল চোখে দীপ্ত সজল হরষ ;
দুধের রেখা-আঁকা অরুণ অধর
বুকের মাঝে দেয় রে সুধা-পরশ।

ঝরা ফুল

একটি রাতে ফুলিয়ে দু'টি আঁখি
ঘুমায় বাছা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে,
শিথানে তার জ্যোৎস্না পড়ে ফুটি'—
কি অভিমানে বুকটি তার বেঁধে।

রথে-কেনা ডুগ্‌ডুগিটি রাঙ্গা
রয়েছে ওই আল্‌মারিটির কাছে,
চীনের পুঁতুল, টিনের বাঁশী ভাঙ্গা,
শোলার পাখী ধূলায় লুটাতেছে।

দিলাম চুমু, রাত্রি তখন অনেক,
আস্তে আস্তে মুখটি করে' নীচু—
অপার্থিব সুধায়-গড়া রেণুর
অধর-পুটে পেলাম নূতন কিছু।

মৃণু।

আকাশ যখন আবীরে ভরিল
অথচ তারকা নাই ;
মেঠো পথ দিয়ে ধূলি উড়াইয়ে
ফিরিল পাটল গাই।
নধর চিকণ বাছুরের গায়
বিগলিত যেন মোম,
কচিৎ উরুতে কভু বা উদরে
শিহরি' উঠিছে রোম।
এমনি সময়ে একেলা বাহির
হইল মৃণাল-বালা ;
এখনো তাহার গলায় দুলিছে
বাসর-কুসুমমালা ;

ঝরা ফুল

চোখের কোণায় অতি সাবধানে
নিপুণ তুলিকা ধরি'
ভুবন-ভুলান রেখা কে টেনেছে
পলাশ বরণে মরি !
ভিন্ গাঁ হইতে নব বধূ কেউ
শ্বশুর-বাড়ীতে এলে—
মৃণু হয় তার প্রাণের দোসর,
বাঁচে সে মৃণুরে পেলে :
কিশোরী কলিকা পাঁপ্ড়ি মেলিছে
অথচ বালিকা সে—
যারেই শুধাবে তারেই মৃণাল
ভালবাসে সব চেয়ে ।
চুলটি বাঁধিতে কিলটি তুলিতে
চুল্বুলে হাত দু'টি,
খোকা খুকী পেলে বুকেতে আগলি'
হাসিয়ে পলায় ছুটি' ।
মৃণুর মুখের হাসিটুকু তার
কোঁক্ড়া কেশের রাশি
নিমেষে নিমেষে নব রূপ ধরে,
মৃণুরে দেখিতে আসি ;

ঝরা ফুল

ঘাসের উপরে বসেছে মৃণাল
তাল-পুকুরের তীরে,
দোলে গোধূলির সোণার নিশান
তাল-বনানীর শিরে।
ঢেউয়ের সোহাগে শতদল বধূ
নিরুপায় প্রাণে নাচে,
কোনটি এখনো মুদিছে চক্ষু,
কোনটি বা মুদিয়াছে,
মৃণু সে মোদের চাহিয়া চাহিয়া
শ্যাম সলিলের পানে,
কি যেন একটা আকুলি ব্যাকুলি
পুষিল আপন প্রাণে ;
মিষ্ট গলায় গাহিয়া উঠিল
পল্লীর প্রেম-গীতি—
অথচ মৃণাল বোঝে না কিছুই
বঁধুর মধুর প্রীতি ;
সরল গানের কথাগুলি লঘু
বাণের মতন বিঁধে,
চোখের জলের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়
ভাবগুলি সাদাসিধে।

ঝরা ফুল

লুকায়ে লুকায়ে দেখিনু প্রতিমা
তাল গাছ তলা থেকে,
পিয়াস না মিটে যতবার দেখি
চেয়ে চেয়ে দেখে দেখে।
শুষ্ক পাতার খস্ খস্ ধ্বনি
পলাল মৃণাল ধেয়ে—
রক্তিম সাঁঝে মুক্ত চিকুরে
পলায় গ্রামের মেয়ে।
সে অনেক দিন দেখা হ'য়েছিল
তাল-পুকুরের ঘাটে ;
আর আজ হেথা শাক বেচে মৃণু
'সর্ষে-জোড়ে'র হাটে।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবন-রাগ
ছাপায়ে পড়িছে লুটে,
রঙ্গে ভঙ্গে রবির রশ্মি
রোমে রোমে ফুটে উঠে ;
ধূলা ঝুলিতেছে রুক্ষ অলকে
আলু থালু কেশপাশ,
মৃণুকে দেখিয়া থমকি চমকি
দাঁড়ানু তাহার পাশ—

ঝরা ফুল

কি দেখিনু চেয়ে— মানসী প্রতিমা,
অচল হইল আঁখি,
বুকের শোণিতে আশার ফলকে
লইনু চিত্র আঁকি'।
বিধবা-বিবাহ? মৃণুকে বিবাহ?
কাঁপিল হৃদয়তলে—
প্রাণ-পতঙ্গ ঝাঁপ দিতে চায়
জলন্ত প্রেমানলে।
চলিলাম গৃহে, গ্রাম-পথে ধূলা,
সাপ গেছে পার হ'য়ে,
কোথাও পাখীর নখের ভঙ্গী
চোখে পড়ে রয়ে' রয়ে'।
সমাজের ভয়? বিধবা-বিবাহ?
মানিব কি পরাজয়—
জ্বালিনু মৃণুর রতন-দীপটি
জীবন-রজনীময়।
জ্বালাতন হয়ে' গ্রামের দয়ায়
ছাড়িয়া গেলাম গ্রাম,
আঁধারে আলোকে, পথে ঘাটে মাঠে,
মৃণালকে ঢাকিলাম;

ঝরা ফুল

মুখপানে তার চাহিয়া দেখিনু
কি দিব্য জ্যোতি ঢালা !
সমাজের শরে ঢাল সম হ'য়ে
দাঁড়াল মৃণাল-বালা।
ঘর বাঁধিলাম পাহাড়ের গায়
সাঁওতালদের সাথে,
পাটল একটি গাভী ক্রয় করি'
সঁপিনু মৃণুর হাতে ;
মৃণার স্নেহের লতার তন্তু
আঁকড়িল গিরি-শিলা ;
পা ডুবাত মৃণু স্বচ্ছ নদীতে
আনন্দ-লঘু-লীলা।
সোণার শলাকা বুনিত গগনে
রেশমি বসনস্তর,
অস্ত তপন মুদিত নয়ন
শ্যাম অরণ্য 'পর।
সকাল হইতে মাঠে খাটিতাম,
মৃণু যেত ভাত নিয়ে,
পরীর মতন মেয়েটি আমার
অবাক্ রহিত চেয়ে ;

ঝরা ফুল

চুড়ীর সহিত জড়াইত হাতে
মায়ের আঁচলখানি,
মাঠের মাঝারে কেহ নাহি শুধু
আমরা তিনটি প্রাণী ;
চাহিতাম দূর দিগন্ত পানে—
সোণায় ফলেছে সোণা,
সার্থক ওগো উপত্যকায়
কমলার আলিপনা।
খাইতাম ভাত, চাহিতাম ভুলে
মৃণুর মুখের দিকে—
কি যেন মন্ত্রে যাদু করেছিল
মৃণু মোর মনটিকে ;
মহুল ফুলের মধুর গন্ধ,
স্তব্ধ দ্বিপ্রহর,
ক্বচিৎ পাখীর করুণ কণ্ঠ
পলাশ ফুলের 'পর—
ধরিতাম চাপি' মৃণুর হাতটি,
হাসিয়া চোখের কোণে
চুমু দিত মৃণু মেয়েটির গালে
মোদের স্নেহের ধনে।

ঝরা ফুল

মৃণুর প্রাণের নির্ম্মল রস
চোখের দুয়ার দিয়া
ঝরিয়া পড়িত মুকুতা-ধারায়—
মৃণু সে আমারি প্রিয়া।

এত গুণবতী মাধুরীর নদী,
তরুণী হেরিনি আর,—
হাসির চাইতে ভ্রূকুটিতে তার
ঝরিত সুধার ধার।

আর এক দিন, সেই শেষ দিন,
তখন অনেক রাতি,
মেঘের লীলায় শিহরি' মিলায়
রৌপ্য চাঁদের ভাতি ;

ময়ূরকণ্ঠী চেলীর মতন
কুয়াসা গিরির শিরে,
সহসা উঠিয়া বাতায়ন দ্বার
খুলিয়া দিলাম ধীরে ;

হেরিনু মৃণুর বাহুটি বেড়িয়া
ঘুমায়ে পড়েছে কেশ,
চুম্বন দিনু কপোলে তাহার,
ভুলিনু লজ্জালেশ —

ঝরা ফুল

কি এক আবেশে মুগ্ধ জীবনে
হেরিনু কান্ত মুখ,
করপুটখানি ভরিয়া দিলাম
বনফুল-যৌতুক :
ঢলিয়া পড়িনু বক্ষে মৃণুর—
জীবন-মরণ মুগ্ধ,
অধর-বাঁধুলি শোষণ করিয়া
নূতন মদিরা পি'নু :
মনে হ'ল সেই বালক-কালের
তাল-পুকুরের ঘাট,
মনে হ'ল সেই বিজুলি-বিভাস
'সর্ষে-জোড়ে'র হাট।
ঢলিয়া পড়িনু অবশ অঙ্গে
জাগিল না মৃণু আর—
স্বপনের রূপ ধরিল আমার
জাগরণ-অভিসার।
শেষ করি তবু, শেষ নাহি হয়,
অফুরাণ তার কথা,
অফুরাণ সেই চোখের ভঙ্গী
কালো কটাক্ষ-লতা।

ঝারা ফুল

এখনো-এখনো গভীর দুপুরে
সেই সে গিরির গায়ে,
একলা একাকী শালের বনের
রৌদ্র-খচিত ছায়ে,
হেরি তার মুখ কণ্ঠ-কাকলী
কাণটি ভরিয়া যায়—
উত্তর থেকে হুহু হুহু করে'
আসে এলোমেলো বায়;
সুদূর মাঠের প্রান্ত উজলি'
রূপার তাবিজ প্রায়
'পাহাড়ে' নদীর চিকণ রূপটি
সে মোরে দেখাত হায়—
আজ আমি একা কাছে নাই তুমি,
কই, কোথা প্রাণাধিকে,
এইখান্‌টিতে বেড়াতে যে তুমি,
এই পথে এই দিকে।
অলকের ফাঁদে রৌদ্র খেলিত,
দুলিত মুক্ত বেণী,
আসিতে লীলায় উড়িয়ে আঁচল,
পেরিয়ে শালের শ্রেণী,

ঝারা ফুল

তোমার চুলের ফুলের গন্ধ
আকুল করিল মন,
কখনো সোহাগ, কখনো সরম,
কখনো কঠিন পণ।
ওই বাজে তার চাবির রিংটি—
মুখে হাসি, চোখে লাজ,
নীল পাহাড়ের পইঠায় বসি'
পর আজি ফুল সাজ।

* * * * * *

আনমনে ওগো ঘুমাইয়া পড়ি,
ঘুম যে সুখের বাড়ী,
ঘুম ভেঙ্গে দিয়ে সে ওই পলায়,
পিছে ধাই তাড়াতাড়ি—
কই কই কই? ওই যায় ওই—
হায় হায় করে হাওয়া—
ঝলসিয়া যায় প্রাণের ভিতর
হারালে যায় কি পাওয়া?

আজ।

আষাঢ় রাতের বৃষ্টি-ধারায়,
হাওয়ার হুহু শ্বাসে
বুকের ভিতর তুফান ওঠে,
চোখে জোয়ার আসে।
নতুন দু'দিন কাছেই ছিলে
দেখ্‌ত কেবা চেয়ে?
পুঁতির মালা পুতুল নিয়েই
ছিলাম লাজুক মেয়ে।
পড়্‌লে তখন তোমার চোখে
চম্‌কে কেঁপে উঠে,
কি সঙ্কোচে আতঙ্কে সেই
পালিয়ে যেতাম ছুটে'।

ঝরা ফুল

দখিণ হাওয়ার দিনে যখন
ঘোম্‌টা দিতে খুলে',
আধ্‌ফুটন্ত চামেলী-হার
পরিয়ে দিতে চুলে,
এলিয়ে দিতে টেকা খোঁপা
রঙ্গভরা হাতে—
পণ করিতাম আস্‌ব না আর
তোমার ত্রিসীমাতে।
(হায়) ইঙ্গিতে কেউ তখন যদি
জানিয়ে দিত মোরে
দুরন্ত দিন আস্‌বে এমন
কাঁদ্‌ব ঘুমের ঘোরে।
রইবে তুমি পান্থ সম
আঁখির অন্তরাল,
বদ্‌লে দেবে জীবনটি মোর
যৌবন-ইন্দ্রজাল।
বুঝ্‌বে কি এই কেঁদে' কেঁদে'
আঁধার রাত্রি জাগা ?
জান্‌ত কেবা আপন হয়ে',
দেবে এমন 'দাগা' ?

ঝরা ফুল

একটি বার আজ   সাম্‌নে এসে
  দাঁড়াও হৃদয়-সাথী ?
সূর্য্য-সমান   হও গো উদয়,
  পোহায় না যে রাতি ।
পারিনি নাথ   জান্‌তে কিছুই
  ফুটল মুকুল কখন্‌
হৈনু তোমার   ব্যথার ব্যথী
  চিরদিনের আপন ।
ধূলা-খেলা   চুকিয়েছি আজ
  এই জনমের মত ;
সাঙ্গ হে নাথ,   "পুণ্য-পুকুর
  পুষ্পমালার" ব্রত ।
আজ্‌কে সখা   তেম্‌নি আবার
  পিছন থেকে এসে
চোখ দু'টি মোর   দাও গো টিপে,
  মৃদু মধুর হেসে ।
কৈশোরে সেই   থাক্‌তে কাছে
  দেখ্‌ত কেবা চেয়ে ?
দিইছি ভেঙ্গে   তাসের ঘর আজ,
  নাই সে লাজুক মেয়ে ।

সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি।

তোমার আলো সব ভুলালো
লো অমরী বালা,
তোমার চেলীর ঝিলিমিলি
চুলের তারার মালা;
পাখীর গানে কাঁকণ তোমার
বাজে কানন ছেয়ে,
শিউরে ফোটে শিউলি-কলি
তোমার সোহাগ পেয়ে।
অলক-ঢাকা কোমল পলক,
নয়ন গরবী—
কাঙ্গাল বায়ু যাচে তোমার
চুলের সুরভি।

ঝরা ফুল

কোহিনুরের টীপ্‌টি ভালে
কাণে রতন দুল,
বরণ-কালের তরুণ বধূ
রে দুলালী ফুল।
এস নেমে আমার ঘরে,
তালী-বনের তলে
এস মানস- নন্দিনি মোর,
এস আমার কোলে।
সংসারে নাই ঠাঁই ঠিকানা,
একলা কাটাই দিন,
কৈফিয়তের ভয় রাখি না।
সব দায়িত্ব-হীন।
বনের ফাঁকে কুড়িয়ে বেড়াই
শুক্‌নো ঝরা ফুল।
হিজিবিজি- লেখা খাতায়
কাটি কতই ভুল।
(হের) দিগ্বলয়ে বেগুনি-নীল
গিরিশ্রেণীর চূড়ায়,
পরীরা ওই সারি সারি
মণির ফানুস উড়ায়।

ঝরা ফুল

হেথায় যাহা ভাবে আঁকা,
রূপে হোথায় রাজে,
জল-ধনুর বীণার তারে
আলোর সুরটি বাজে।
এস মানস- দুলালি মোর
আমার খেলার ঘরে,
তোমার রঙের ইন্দ্রজালে
দাও গো নয়ন ভরে'।
তুহার আলো সব ভুলালো
লো অমরী বালা,
এস এস চঞ্চলিয়া
চুলের তারার মালা।

আষাঢ়ে।

আলুলিত চুল মাটিতে লুটায়ে দিয়া
কেঁদে-রাঙ্গা আঁখি ফুলায়েছে মোর প্রিয়া;
আষাঢ় আকাশে আঁধার ঘনিয়ে আসে,
জহুরী-চাঁপার সুরভি হাওয়ায় ভাসে,
আজি, আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।

কদম ফুটেছে, পেখম ধরেছে শিখী,
শালুক-মেখলা পরেছে 'রাণীর দীঘি';
পূবে বাতাসের সজল-উতল শ্বাসে
ব্যাকুল বকুল জমেছে সবুজ ঘাসে,
আজি, আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।

নাচিছে দামিনী, মেঘে পাখোয়াজ বাজে,
সরমে কেতকী ফুটে আঙরাখা মাঝে;
কাজলের কোলে আলোকের লেখা ভাসে
ওগো ধারা-ঝর-ঝর এমন আষাঢ় মাসে,
আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।

বিংশ শতাব্দীর মেঘ-দূত।

অথ,

বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়,
আষাঢ়স্যাই পয়লা,
ভরিল গগন নবীন নীরদে,
বরণ জিনিয়া কয়লা।

"শাপেনাস্তং-গমিত-মহিমা"
যক্ষ একলা বসিয়া
কাঁদছেন আহা, চক্ষু ফুলেছে
রুমাল ঘসিয়া ঘসিয়া।

প্রিয়ার সঙ্গে কত ভাব, আড়ি,
ঝগ্‌ড়া উঠিত পাকিয়া,
মনে হয় আর দেখেন আঁধার,
কহেন মেঘকে ডাকিয়া—

ঝরা ফুল

"ওগো পুষ্কর, প্রিয়ারে আমার
বিরহবার্ত্তা বোলো বোলো—
বলিতে বলিতে গিরি-কন্দর
তুষার-কণায় ছেয়ে প'ল।
প্রকোষ্ঠ হ'তে কনক-বলয়
এই দেখ ভাই ভ্রষ্ট,
হয়রান্ ভাই কুবেরের শাপে
মরণের বাড়া কষ্ট।
যক্ষগণের বাস্ত যেথায়,
যাও সে অলকা-পুরীতে ;
আজ পরবাসে সজল বাতাসে
তুমি যথার্থ সুহৃৎ হে।
ফটিকের বাটি ভরিয়া সেখানে
তরুণীরা খায় 'বারুণী'—
নহে হুইস্কি, শেরি, শ্যাম্পেন—
তা' দিয়ে পেয়ালা তরনি।
নাস্তানাবুদ করেছে রে ভাই,
ভাল তো লাগে না জীবন,
এখন কেবল দিবস গুন্ছি,
আষাঢ়ের পর শ্রাবণ।

ঝরা ফুল

পয় পয় করে' বল্‌ছি তোমারে,
ভুলো না কথাটা ভুলো না,
হাদে ধর ভাই, এই লেফাফাটা,
হারিও না আর খুলো না।
যেতে যেতে পথে, দেখ্‌বে কোথাও
ফলেছে ডুমুর থোলো থোলো ;
ওগো সুন্দর, প্রিয়ারে আমার
শুষ্ক মুরতি বোলো বোলো।
যাইতে যাইতে পল্লীর পথে
হয়ত পড়িবে চক্ষে
বঙ্গভূমির তন্বী শ্যামারা
চলেন কলসী কক্ষে ;
কারও বা মাথায় ফিরিঙ্গি খোঁপা,
ঘোমটা আধেক খসা,
কারও বা কপালে 'কাঁচপোকা'-টীপ,
ভুরুর ভঙ্গী খাসা।
দেখ্‌বে কোথাও বালিকারা সব
পূজা করে হর-গৌরী,
সাম্‌নে দীঘিতে জল থই থই,
ডুব দেয় পাণকৌড়ী।

ঝরা ফুল

কোনো মেয়েটির হাসি মুখখানি
ঘাট্‌টি করেছে আলো,
পৃষ্ঠে এলান এক ঢাল চুল
ভোমরার চেয়ে কালো।
দেখ্‌বে কোথাও অশথ-তলায়
জ্যাঠা ছেলেদের জট্‌লা,
হারুর সঙ্গে তুমুল তর্কে
ব্যস্ত আছেন পট্‌লা ;
'টু' দিতেছেন অটল চন্দ্র,
ভুলু হয়েছেন বুড়ী,
মহাসমারোহে খেলা চল্‌ছে সে
লুকোচুরি-হুড়োহুড়ি !
চারু ভাব্‌ছেন মৌলিক আমোদ
এবার 'নষ্ট-চন্দ্রে'—
তিষ্টান' দায় 'বার্ড্‌সাই' এবং
সিগারেট্‌টার গন্ধে ;
এঁদের মধ্যে ওস্তাদ যিনি
বংশীতে দেন ফুঁ ;
ভাঁজ্‌ছেন কেউ তোম্‌ তানা নানা,
কেউ ডাক্‌ছেন 'তু'।

ঝরা ফুল

রায়েদের বাড়ী চলছে বিচার,
নৈশ এবং দৈন,
শিরীষটারে এক-ঘরে' কর,
গিরীশটা কি দৈন্য !
বিদ্যাচুঞ্চু করছেন বসে',
'পঞ্চনদী'র ব্যাখ্যা,
বেনারস গিয়ে কেমন করিয়ে
চড়েছেন তিনি একা ;
বলছেন "বাপ দেখতে যদি সে
তিরিশ সালের বন্যে—
নিঃশ্বাস ফেলে চক্ষু মোছেন
অতীত কালের জন্যে।
প্রপঞ্চ এই বিশ্ব দৃশ্য,
অনিত্য ইহ চরাচর,
জন্ম-মৃত্যু-জরা-যৌবন
চলিয়া আসছে বরাবর।
পিঁপড়ের মত মানুষের সার
যাচ্ছে ফিরিয়া আসছে,
প্রবীণেরা পড়ে 'মোহমুদ্গর,'
নবীনেরা ভালোবাসছে।

ঝরা ফুল

যাক্ বাজে কথা, যাও পুষ্কর
অলকার সেই কক্ষে,
রুখুভুখু চুলে কাঁদিছে রূপসী,
বীণাটি ভিজিছে বক্ষে।
যাও মেঘ, ভাই যাও তুরন্ত,
অধিক কি আর বল্‌ব—
জলভরা চোখ রুমালে চাপিয়া
কত কাল বলো জ্বল্‌ব,
বড় সুখে ভাই ছিনু অলকায়,
সে এক স্বপ্ন রাজ্য,
রোজ রোজ ভাই ভোজের ফর্দ্দ,
চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য,
জাফ্‌রান-রাঙ্গা মটন কোর্ম্মা,
চপ কাট্‌লেট পোলাও,
তস্য উপরি ল্যাঙ্‌ড়া আম্র
এবং রাব্‌ড়ী ঢালাও।
মিটাতাম তৃষা চাখিয়া চাখিয়া
আনার্‌কা মিঠা শর্ব্বৎ ;
গড়্‌গড়া থেকে উড়িয়ে দিতাম
ধোঁয়ার বিন্ধ্য পর্ব্বত।

ঝরা ফুল

ছয়লাপ আজ ময়দান ভাই
'ইল্‌শে গুঁড়ুনি' ঝর্‌ছে—
দেবতাগুলোর মধ্যে দেখ্‌ছি
বরুণ বাবুই 'খর্‌চে'।
চল্‌লেন মেঘ, কম্ফর্টারটি
কণ্ঠে জড়ান যক্ষ,
পাছে হয়ে' পড়ে 'নিউমোনিয়া,'
হাঁসফাঁস্‌ করে বক্ষ।
একে এসেছেন বিদেশ বিভুঁই,
তা'তে কাছে নেই পরিবার,
রোগ হ'লে 'ম্যাও' ধরিবার
এবং একজাই পাখা করিবার।

বন-পথে।

—০⊙০—

নাগকেশরের গন্ধে পাগল
সান্ধ্য ফাগুন হাওয়া,
কুণ্ঠিত কেন কণ্ঠ তুহার ?
কোন্ সুরে যায় গাওয়া ?

বন-পথে আজ ফুল-দোল-লীলা,
কুঙ্কুম ভাঙ্গে রঙ্গণ ;
'জল-তরঙ্গ' ঝঙ্কার তুলি'
বাজাও শঙ্খো কঙ্কণ।

ছুটাও উধাও মনোরথ অয়ি
নন্দন-বন-বল্লি,
প্রেম-সৌরভে গৌরবময়ি
ফুল্ল চন্দ্রমল্লি,

ঝরা ফুল

চাহ খঞ্জন-চঞ্চল চারু
নয়ন-ভঙ্গী সঙ্গে,
লুটাও লীলায় মস্‌লিন-ওড়্‌না
ফাল্গুন মধু-রঙ্গে।
আজি, বর্ষণ-শেষে 'শোণের' মতন
ভরা যৌবন তুহার,
ছোটে, কাণায় কাণায় রূপের তুফান
পদ্মরাগের জুয়ার।
মানায় কি আজ শঙ্কা-সরম
নয়ন-ইন্দীবরে,
লোলুপ আজ্‌কে অধর-ভৃঙ্গ
গন্ধ-মধুর তরে।
হের, দীপ্ত-প্রবাল পলাশ-বনটি
মাঠের প্রান্তে আঁকা,
আবীর-বর্ণ রবির বিম্ব
মেঘ-চুম্বন-মাখা।
এমন মঞ্জু বসন্ত সাঁঝ,
ঝিল্লীর কলগুঞ্জন—
মিছে আজ এই মৌখিক লাজ
লজ্জার অনুরঞ্জন।

সরযুর মৃত্যু।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।)

———০ঃ(*)ঃ০———

বিবাহের পর সরযুর পিতা নির্দ্দিষ্ট বর-পণের কিয়দংশ পরিশোধ করিতে পারেন নাই, সেই অপরাধে বালিকা শ্বশুর-গৃহে বন্দিনী রহিল। ভগবান বোধ হয় সেই মর্ম্মাহতা বালিকার নীরব করুণ প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। মৃত্যু আসিয়া তাহার সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা নির্ব্বাণ করিয়া দিল।

রজনীগন্ধা ফুটিয়া উঠিলে,
দখিণে বাতাস লুটিয়া ছুটিলে
চুপে চুপে চুপে তারকার রূপে
দেখা দিল এক কবি—
ডাকিল সরযূ, দেখিল সরযূ
উষার তুষার-ছবি।
মুরলী গাহিল গান,
অমর-লোকের তান,
বিঁধিল বালার মরম-সরোজ,
মধুর করুণ প্রাণ।

ঝরা ফুল

ফাঁকি দিল বালা লোহার বলয়,
কঠোর পাহারা, দানব-আলয়—
পরীর পাথায় ফাগুন রাকায়
মিলাল মাধবী-ধ্যান—
মানব-নখের আঁচড়টি সয়
সরযূ কুসুম তেমন গো নয়,
অত সুকুমার সুষমার সার
সরযূ পলাল হায়—
বনতুলসীর মধু-মঞ্জরী
হেলায় ঝরিয়া যায়।
বাজিতে লাগিল কুহক-বাঁশরী,
ধরার স্বপন গেল সে পাসরি'
গাছের গানের স্বরে—
পাগল সাগর 'পরে
ভাসিয়া চলিল সরযূর হাসি,
হাসিল সলিল জোয়ারে উছাসি'—
বাজিতে লাগিল কবির সে বাঁশী
গভীর স্নেহের ভরে,
ফেনিল সাগর 'পরে।

ঝরা ফুল

এই পথ দিয়ে যাইতাম চলে',
দেখিতাম ওই জানেলার তলে
কাঁদিছে বালিকা ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া
বুক-খালি-করা সুরে—
মার কোল থেকে ছিঁড়ে নিয়ে' তারে
মারিলে খাঁচায় পূরে'—
মনে হ'ত তার পিতার আলয়,
ভা'য়ের মুখটি, মায়ের হৃদয়—
স্নেহের কণাটি দাওনি নিদয়,
দিলে সে থাকিত না কি ?
সরযূবালার চোখের কোণটি,
সরযূবালার আকুল মনটি,
ছিঁড়িয়া তোমার হীরার কণ্ঠী
সরযু দিয়াছে ফাঁকি।

———

নতুন খেয়া।

—০:০০:০—

নেই কি মনে সেকালে সেই
দাঁড়াতে ওই চাঁপার ছায়ে ?
শিউলি ফুলের বৃন্ত-রঙ্গীণ
আঁচলখানি জড়িয়ে' গায়ে ?

(এই) হৃদয়-তুরগ ফিরিয়ে দিলে
বকুলমালার বল্গা টানি'
মধুর দু'টি গণ্ড কূপে
প্রবাল-প্রভা ফুটল রাণী।

জাগ্‌ছে মনে দোলের দিনে
রঙ্গে চোখে আবীর দেওয়া—
বিজয়াতে জ্যোৎস্নারাতে
লুকিয়ে তোমার প্রণাম নেওয়া

ঝরা ফুল

বকুল আজও তেম্‌নি ব্যাকুল,
ভিন্ন নয়কো একটি তিল,
শ্যামার শিসে উতল হাওয়া,
নীল আকাশ ওই তেম্‌নি নীল।

সাঁঝ আজি সে পথ-চাওয়া,
বন-কাঁপানো বেণুর তান।
এখনকার এ নূতন তৃষা,
নূতন দাবী, নূতন দান।

এ পারের এই খেলার ঘরে
আজ্‌কে মোদের কুলায় না—
চুম্বনে নাই দ্রাক্ষা-ধারা,
কটাক্ষও আর ভুলায় না।

মাঠের কোণে, তালের বনে
জম্‌ছে কালো ভুষোর রাশ;
মিলিয়ে এল স্মৃতির আলো,
সুখের শানাই, দুখের শ্বাস।

ছাড়্‌ল মোদের নতুন খেয়া
ভাঙ্গন-ধরা নদীর পাড়—
নিব্‌ল পিছে অন্ধকারে
আতস বাজীর তারার ঝাড়।

শেষ বাসরে

ঝরিয়াছ তুমি অশ্রুধারায়
আমার তরে,
জড়ায়েছ মোরে ফুলের মালায়
সোহাগভরে ;
প্রভাতে প্রদোষে সুখে দুখে মোর
পরায়ে দিয়াছ প্রণয়ের ডোর,
কল্যাণভরা কঙ্কণপরা
দু'খানি করে—
এস, সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি-
শেষ বাসরে।

ঝরা ফুল

মনে পড়ে আজি আমাদের সেই
বিবাহ-রাতি,
স্পন্দিত-বুকে হইনু দু'জনে
জীবনে সাথী ;
চারিদিকে দোলে আলো আর ফুল,
পল্লী-সখীরা প্রমোদে আকুল,
দীপ্ত-ভূষণ রঙ্গমহল,
রূপের ভাতি,
মধু-পরিহাস-রস-উচ্ছল
'বাসর' রাতি।

মনে পড়ে সেই 'কনকাঞ্জলি'
পিতার হাতে,
হৃদয়ে ঝঞ্ঝা, বিদায়-সজল
আঁখির পাতে ;
সীমন্তিনীরা শিবিকা-দুয়ারে,
চোখে জলভার, ঘিরিল তোমারে—
তোরণ-মঞ্চে অদূরে শানাই
ধরিল 'তোড়ী'—
গমকে গমকে সুর-মূর্চ্ছনা
কোমলে-কড়ি।

ঝরা ফুল

মনে পড়ে সেই ধূসর অলকে
দাঁড়ালে এসে—
পা দু'টি ডুবায়ে দুধে-আলতায়
বধূর বেশে ;
পথ-ধূলি-ম্লান সুকুমার শ্রীটি,
লজ্জাবতীর সম নত দিঠি,
অয়ি মঙ্গলা, আলয়-কমলা
ভুলালে মোরে ,
পুরলক্ষ্মীরা লইল তোমারে
'বরণ' করে' ।

ফুলশয্যায় দিব্য হাসিটি
যাইনি ভুলে,
ঝলমল্ দু'টি পান্নার 'দুল'
কর্ণমূলে ।
বক্ষঃ-কারায় রুদ্ধ উতলা,
প্রেম-নর্ম্মদা, পূত-নির্ম্মলা,
ভাঙ্গি' সরমের মর্ম্মর-গিরি
তূর্ণ ধায়—
মোতিয়া বেলার গন্ধ-বিলাসী
মন্দ বায় ।

ঝরা ফুল

মনে পড়ে সেই নবযৌবন-
গরবী গ্রীবা—
মুকুরে দীপ্ত বয়ঃসন্ধি-
বিজুলী বিভা—
তখন তরুণী, ছিলে না বুকের,
ছিলে না মরমী দুখের সুখের—
হেরেছিনু শুধু মঞ্জু ভ্রূযুগ
নিন্দি' 'রতি',
স্বর্ণ-অতসী-তনু-লতিকার
পেলব জ্যোতিঃ।

মনে পড়ে সেই মধু-মালতীর
বীথিকা দিয়া
চলে' যেতে প্রিয়া ভুজ-বল্লরী
চঞ্চলিয়া—
মাথার উপরে কোজাগর শশী,
পল্লব-ছায়ে বসিতে রূপসি,
রূপালি আলোর আলিপনা-আঁকা
বেদীর 'পরে—
ধ্যানের রাজ্যে প্রীতি-পারিজাত-
মেখলা পরে'।

ঝরা ফুল

কতদিন সেই কাঁপায়ে কাঁকণ
ক্ষণিকা সম,
চাবির 'রিং'টি বাজায়ে আসিতে
সুমুখে মম ;
হেরেছি প্রতিমা, প্রীতি-ভ্রূভঙ্গ,
লাজ-সঙ্কোচে মুদিত অঙ্গ,
পরশি' অধরে শিশুর অধর
দাঁড়াতে হেসে' ;
লুটিত আঁচল নীলাম্বরীর
চরণে এসে'।

মনে পড়ে সেই তুলসীর মূলে
'সন্ধ্যা' দিতে,
মাটির 'দেউটী' যতনে ঢাকিয়া
আঁচলটিতে ;
ভক্তি-উজ্জ্বল মুখ-উৎপল,
আঁখি-পল্লব ঈষৎ সজল,
চোখোচোখী দোঁহে দাঁড়ানু থমকি'
পাটল সাঁঝে,
গৃহ-দেবতার ধূপ-সুরভিত
দেউল-মাঝে।

ঝরা ফুল

হের, সখি, সেই দিনান্ত-তারা
তেম্‌নি জ্বলে,
ডালিম-ফুলের রঙ্‌টি ফলান'
মেঘের কোলে !
খেলাঘর ভরি' উঠে কলরব,
ছেলেমেয়েদের ধূলা-উৎসব—
মিছা পরিণয় চতুর্দ্দোলায়
উলুর রবে ;
জীবন-উষায় বিনোদ ভূষায়
সেজেছে সবে ।

আজি, পূর্ব্বরাগের ফেনিল তুফান
গেছে গো সরি'
যুগ্ম-হৃদয় স্বচ্ছ সলিলে
উঠেছে ভরি'—
আগে যা' বুঝিনি আজি তা' বুঝেছি,
কাছে যা' ছিল তা' স্বপনে খুঁজেছি,
দু'জনে দোঁহার হৃদয়ে মিশেছি
পুলকভরে—
এস, সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি-
শেষ বাসরে ।

মনোহারিকা

বন-ফুলের বরণ-মালা

পাতার কোলে দুলিয়ে রে,

বল্ রে তৃণ, বল্ আমারে

কোন্‌খানে সে লুকিয়েছে ?

ঐ নারিকেল গাছের ঘন

কুঞ্জবনের আব্‌ছায়ে,

বল্ কোথা তার কুন্দমালা

পথের ধূলায় লুটিয়েছে ?

ঝরা ফুল

একলাটি সে থাকৃত শুয়ে
সাঁঝের আলোর ঝল্‌মলে,
ডুবিয়ে দিয়ে কোমল তনু
দূর্ব্বাদলের মখ্‌মলে—
এলিয়ে দিত ফুলের বাজু-
উজল ভুজ-বল্লরী,
কাঁটাহারা-তরুণ-গোলাপ-
শাখার-মতন টল্‌মলে।

দেখেছি তায় লোকের ভিড়ে
রাস-দেউলে দাঁড়িয়ে সে
কল্কা-পেড়ে শাড়ীর কোণা
তর্জ্জনীতে জড়িয়েছে;
এক-মনে সে শুন্‌তেছিল
কাণুর গানের অন্তরা—
ব্রজ-বধূর দীর্ঘ শ্বাসে
চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে।

ঝরা ফুল

সে যে আমার গানের মধু,
মানস-বনের অপ্সরী,
ফুটিয়ে গেছে মালঞ্চে মোর
ফাগুন-মুকুল-মঞ্জরী ;
কোন্ সে দেশে হাওয়ায় ভেসে'
কোথায় সে যে লুকিয়েছে—
কতদিন আর পথের পানে
চাইব দিবা-শর্ব্বরী !

স্বপ্নলোকে

হেথায় তা'রা নাইতে নামে
ভাসিয়ে তরী জ্যো'স্নামাঝে,
গিরি-দরীর মুক্তাধারা
নীরব রাতে উচ্চে বাজে।
লুটায় তাদের বসন-ঝালর
ধূসর পাষাণ-সীঁথির তটে—
অস্ফুট ভাষে পথের পাশে
ফুলেরা সব শিউরে ওঠে।

ঝরা ফুল

তা'দের চুলের ফুলের বাসে
　　গন্ধ হারায় গোলাপ-বেলা—
কে অপ্সরী সারঙ্ বাজায়,
　　কি অপরূপ সুরের খেলা!
নিদাঘ-রাতে রাখাল-ছেলে
　　চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে প'লে
স্বপ্নে শোনে নূপুর তাদের
　　গুঞ্জরিছে গিরির কোলে;
তন্দ্রা ভেঙে দেখে তাদেব
　　দূর-আকাশে মিলিয়ে যায়,
পাখায় ঝরে সোণার রেণু
　　জ্যো'স্না-মাখা মেঘের গায়

গান

ওই তালের-সারি-আঁকা জলে
পদ্মমালা হেলে দোলে,
ঘাসের বনে কি সুষমা
শুভ্র শেফালির !

রৌদ্রঢালা সুনীল গাঙ্গে
ঢেউএর শিরে হীরক ভাঙ্গে,
তীরে-নীরে শিবের দেউল
ত্রিশূল-তোলা-শির ।

ঝাউ ফুল

বনের ফাঁকে, গিরির কোলে,
শঙ্খচীল ওই হাওয়ায় দোলে—
কি বিচিত্র রঙ্গভঙ্গী
কানন-কুরঙ্গীর !

ঊষার সোণার-কলস-জলে,
সন্ধ্যারাণীর চেলাঞ্চলে—
কোহিনূরের কিরণ-ঝারি
মোদের জননীর।

দীর্ঘ আখের ক্ষেতের ধারে,
শরের বনে বিলের পারে,
জড়িয়ে ধরে' চাষীর গলা
ঢাল্‌ব আঁখির নীর।

মিল্‌ব তাদের রোগে শোকে,
ব্যথার-ব্যথী-দরদ-দুখে
আপন করে' নেব তাদের
বাঁধন সুনিবিড়।

পদ্মাতটে

সান্ধ্য পবনে নিদাঘের দিনে,
শরীর ডুবায়ে' ঘন শ্যাম তৃণে,
ধরণীর স্নেহ-করের পরশ
জীবনে আমার বুলায় হরষ
ঝাউএর ঝালর ঝুলায়ে।

সাম্‌নে পদ্মা, ভাঙ্গা উঁচু পাড়,
সাঁঝের হাজার বেলোয়ারী ঝাড়—
উঠিল মন্ত্র দেব-আরতির,
উড়ে যায় পাখী দূর-পল্লীর
কাকলি-মুখর কুলায়ে।

ঝরা ফুল

সোণালি-সবুজ গাঁঙ্‌ ভরা জল
একূল-ওকূল করে টলমল্‌—
মেঘ-রথে কা'রা করে আনাগোনা
দুলায়ে উড়ায়ে তসর ওড়্‌না
ভাঁজে ভাঁজে ছায়া জড়ায়ে।

ভাঙ্গিল নিমেষে সে রঙ্‌মহল,
নিবিল গোধূলি গোলাপ-পাটল ;
লুকোচুরি শেষ কিরণ-ছুরীর,
মণির মিনার মেঘের পুরীর
কোথায় গেল রে মিলায়ে ?

হেরি নৈঋর্তে মথিছে মরুৎ
ঊর্দ্ধ-শুণ্ড দিগ্‌গজ-যূথ,
পন্নগ-শিখা স্ফুরৎ-প্রতাপ,
গুরুগর্জ্জদ্‌-জলদকলাপ
ঝলে কি দীপক জ্বালায়ে !

ঝরা ফুল

ওঠে উল্লোল বিদ্রোহ-দোল,
মত্ত-নটন-মন্থন-রোল,
কোটি-কোদণ্ড-টঙ্কার-রব,
বাজে যুগপৎ, রুদ্রোৎসব
নীল মেঘাদ্রি দোলায়ে।

লুটিয়ে বালুকা-কুহেলি-আঁচল
ছুট্‌ল পদ্মা ক্ষিপ্ত-উতল—
ফুৎকারে কা'র চূর্ণ দু'পাড়,
অম্বর ভরি' ওকি তোলপাড়
ওঠে চরাচর কাঁপায়ে!

কোন্ মোহিনীর বিজয়-চমূর
অযুত তূরীর বিচিত্র সুর,
বাজে উতরোল? আলোর আখর
লিখিল গগনে কোন্ যাদুকর
অনলের ফুল ছড়ায়ে?

এমনি উজল ক্ষণিকা-খেলায়,
খণ্ডপ্রলয়-বজ্র-জ্বালায়
দহিয়া দহিয়া সহিয়া সহিয়া,
আছি গো অসাড় পাষাণ হইয়া
আশার দীপালি নিবায়ে ;

দখিণ বায়ুর বিলোল বিলাস,
লতিকা-বিতানে যূথিকার বাস,
নদী-সৈকতে বিদ্যুত-কিরণ,
আর তো তেমন মাতায় না মন
শোভার পসরা সাজায়ে ;

নাই সে মোহিনী পৌর্ণমাসীতে,
চিত্রা রোহিণী, চাঁদের হাসিতে,
নীহারিকা-পথে মনোহা বিস্তার
ফোটে না সীঁথির রতন-বিথার
জ্যোতির সেতার বাজায়ে।

ঝরা ফুল

নীল পদ্মার শুভ্র বেলায়,
বুকভরা হাসি হারায়েছি হায়—
কবে চুরমার সুখ-স্পন্দনে,
ফুরাল শুক্র আলোর তুফান
কজ্জলজাল ঘনায়ে।

ঢাকিল মসীতে মানস কানন,
যা'কিছু আছিল আঁখি-রঞ্জন—
আঁধারে বিধুর ধূ ধূ করে মাঠ,
কপিশ আকাশে উদাসীন ঠাট
কে আছে স্তব্ধ দাঁড়ায়ে!

ঘর্ঘর-ঘোষ বজ্রধ্বনিতে
ঝঙ্কর তুলিল সকল শোণিতে—
হেরিনু মুরতি ভীতি-ভঞ্জন,
কণ্ঠে দোদুল হরিচন্দন
পরাগের ধূম উড়ায়ে।

ঝরা ফুল

জানিনে যাত্রা কোন্‌খানে শেষ,

কবে উত্তরিব সন্ধ্যার দেশ—

পূর্ণ পক্ক ফলের মতন,

বৃন্ত-ভ্রষ্ট টুটিবে জীবন

সকল বেদনা এড়ায়ে।

হারা

চন্দ্রকিরণ লুকায় তখন
গাছের পাতার ফাঁকে,
ফাগুন মাসের উতল বাতাস
আথিবিথি খোঁজে তা'কে—
মুক্ত চিকুরভারে,
কুঞ্চিত জলধারে
অঞ্চল তা'র বাঁপায়ে পড়েছে
নীল তটিনীর বাকে।

আজীবন তা'রে সেবিয়া আসিনু
ভুলিয়া সকল কাজ,
বাঁশরীর সুরে মজিয়া রহিনু,
ধরিনু পাগল-সাজ,—
শুভ্র ফাগুন রাতি
মলয় উঠিল মাতি'
দুয়ারে আমার মাধবী-মুকুল
ঢাকিল সকল লাজ।

ঝরা ফুল

জীবন লইয়া কি খেলা খেলিনু,
কি ভাবিল সখী মোর,
অলক-বিজুলী গলায় ঢাকিয়া
ভাসিল সে মোর ক্রোড়ে—
শান্ত গভীর আঁখি
করুণ কান্তি মাখি'
কি কহিত মোরে নীরব ভাষায়
জড়ায়ে পুষ্প-ডোর !

বৈশাখী-চাঁপা-নগ্ন অঙ্গ
ফুটিত ফুলের সনে,
আকাশের পানে চাহিত কিশোরী,
ভাবিত কি আনমনে ;
দেখিতাম চেয়ে চেয়ে
কোলে তা'র সোণা মেয়ে—
সুদূর হইতে বংশী বাজিত
সন্ধ্যার সমীরণে ।

ঝরা ফুল

সুখের কুঞ্জ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,
শূন্য সাজান' ঘর,
চুরি গেছে মোর বুকের মাণিক
জ্যোৎস্না-ডোবার পর—
কি ভুলে ভুলিব আর,
তরুমূলে বার বার
শুনি এসে তা'র মঞ্জু সেতার,
মঞ্জীর মন্থর!

পাগলিনী

আকাশ কোমল লাল,
পুণ্য প্রভাত কাল,
আঁচল গ্রামের ঘাটে,
ফুটেছে মটর ফুল,
নিশার মুকুতা ভুল
ছড়ান' সবুজ মাঠে।

পরণে বসন লাল,
খোলা কুন্তলজাল,
কাছে এল এক বালা ;
গ্রীবাটি বাঁকায়ে ধরি'
দাঁড়াইল সুন্দরী—
আননে করুণা ঢালা।

ঝরা ফুল

পায়ের আঙুলী লাল
চুম্বিল কেশজাল,
নত করিল সে মাথা ;
গৌর-কণ্ঠে তা'র
ভাতিল দীপ্ত হার
শুভ্র শেফালী গাঁথা ।

সহসা নিকটে আসি'
উঠিল উচ্চে হাসি'
প্রতিধ্বনি দিল সাড়া—
দাঁড়ায়ে রহিল চুপ,
দেখিনু আরেক রূপ,
নীল চোখে কালো তারা—

অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে
দেখাল মাঠের শেষে
ধূম্রবালি পানে চেয়ে—
সমুখে জাগিল ধরা,
পাগলী পাগলে ভরা,—
কাঁদিল অবুঝ মেয়ে ।

ঝরা ফুল

৬

বুকটি দু'হাতে চাপি'
ভীত পাখী সম কাঁপি'
বসিল ধূলার' পরে ;
কি বলে' সুধাই তা'য়,
কথা না জুয়া'ল হায়—
ভাসিনু নয়ন-লোরে।

তখন মেঘের' পরে
সোণার তুফান ঝরে,
চাতকী মেতেছে গীতে ;
দাগ দিয়া নীল নীরে
দূরে খেয়া-তরী ভিড়ে—
ফিরিনু ব্যাকুল চিতে।

বন্দনা

তব আরতির পূজা-উপচার
সাজায়ে আজি,
অঞ্জলি ভরি' এনেছি জননি
কুসুমরাজি ;
জ্যোৎস্না রেণুর ঝিকিমিকি রচি'
আঁচল-ভাঁজে,
দাঁড়াও আসিয়া আমার মানস-
সরসী-মাঝে।

ঝারা ফুল

এস মা কল্পিতা-মুকুতা-মালিকা
কণ্ঠে পরি’,
নন্দনবন-তরুমর্ম্মরে
শ্রবণ ভরি’—
শুভ্র অভয় স্নেহ-কর-শাখা-
পরশ লাগি’
স্পন্দিত প্রাণে আছি মা দীর্ঘ
প্রহর জাগি’।

তোমারি বিশ্ব-বিনোদ বীণার
দিব্য তানে
তন্ময় হয়ে’ রচিব, সারদে,
তোমারি ধ্যানে ;
স্বচ্ছ বিশদ, উজ্জ্বল ভাষা
দাও মা দাসে,
গাঁথিব পুণ্য বাণীর মাণিক
ললিত ভাষে।

কল্পে কল্পে তব করুণার
কণিকা লভি
ধন্য হয়েছে কত অভাজন
ভক্ত কবি,
বিচিত্র বাণী করেছে রচনা
অমৃতে ভরি'
অক্ষয় যশোময়ূখ-মুকুট
গিয়াছে পরি' ;

কত অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ
ছন্দে গাঁথি'
এনেছে ধরায় বৈজয়ন্ত
অরুণ-ভাতি,
সুদূর স্মৃতির অবগুণ্ঠিত
শেখর হ'তে
উঠে মা তোমার বোধন-মন্ত্র
শ্লোকের স্রোতে ।

মনে পড়ে তীর 'সরস্বতী'র,
ছায়ায় ঢাকা ;
রক্ত ফলের বর্ত্তুলে ভরা
বটের শাখা,
নৈমিষবন, হোম-হুতাশন,
সুরভি হবি,
বাকল-বসনে ধ্যানের আসনে
তাপস-কবি।

এস মা তুষার-কুন্দ ভূষণা,
হে বীণাপাণি,
প্রসীদ, বরদে, পরসাদ-রেণু
দাও মা বাণি ;
মার্জ্জনা কর অপরাধ মম
এ আরাধনে,
এস গো জননি, এস সেবকের
হৃদয়াসনে।

সমর্পণ।

ওরে মান কুড়াইয়া কি হ'বে ?
যা' আছে রে তোর পথে প্রান্তরে
দান কর্ তুই নীরবে ;
আর, মান কুড়াইয়া কি হবে ?
দে রে দে রে লাজ ভাসায়ে,
সাজ্ আজ তুই পথের পাগল
ঘৃণায় প্রণয় মিশায়ে।
খুলে ফেল্ ফুল-আঙিয়া
বালুকার ঘরে লুকোচুরি খেলা
সন্ধ্যায় যাক্ ভাঙ্গিয়া।

ঝারা ফুল

জীবনে বরিষ' অমিয়া,
সকলের কাছে মহিমার মাঝে
ফলভরে থাক' নমিয়া।
সমস্ত যাও সহিয়া
শত অবজ্ঞা, শত বিদ্রূপ
যাও নতশিরে বহিয়া।
মিছে, মান কুড়াইয়া কি হবে?
যা' আছে রে তোর পথে প্রান্তরে
দান কর্ তাই নীরবে;
আর, মান কুড়াইয়া কি হ'বে!

গ্রন্থকারের নূতন গীতিকাব্য

শান্তিজল।

(যন্ত্রস্থ)

মূল্য ১৲ টাকা।